প্রথম আলো

তারিখ 27 SEP 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানার দ্বন্দ্ব

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকার দায় সরকারকে নিতে হবে

রাজনৈতিক ও অযথাযথ বিবেচনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ যে সুফল বয়ে আনে না তার প্রমাণ হচ্ছে, দেশের অর্ধভজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থির দশা। এ ক্ষেত্রে মালিকানার দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে শিক্ষাকে বাণিজ্য হিসেবে দেখার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা।

ঠিক কী ধরনের যোগ্যতা ও পূর্ব শর্তের ভিত্তিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। সুশিক্ষার প্রতি অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের অঙ্গীকারের ঘাটতি স্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যে ধরনের উচ্চ নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ত্যাগ ও নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন তার যথেষ্ট আকাল চলছে। এটা নিয়ন্ত্রণের কোনো কার্যকর চেষ্টা না থাকা উদ্বেগজনক।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে আর দশটা লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করার যে মানসিকতা তার সঙ্গেই সংকটের যোগসূত্র রয়েছে। অতীশ দীপঙ্করে ছাত্রলীগের কর্তৃত্ব, ইবাইসে ভ্রাতৃকলহ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দলাদলি, এশিয়ান ও প্রাইমে দুটি সমান্তরাল পরিচালনা পর্ষদ এবং দারুল ইহসানের ব্যবস্থাপনা চার টুকরা হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ একটা হুমকির মধ্যে রয়েছে। অথচ এই ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-সংক্রান্ত অস্থিরতার বিরুদ্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। শিক্ষাসচিব ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন সদস্য *প্রথম আলোকে* বলেছেন, তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ পর্যন্ত তাঁরা কোনো ক্ষেত্রে আদৌ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণী শর্তগুলো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা উচিত। বর্তমানের শিথিল ব্যবস্থার কারণে ফাটকা ব্যবসায়ীরাও ন্যূনতম কোনো শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াই ট্রাস্টি হতে পারেন। তার চেয়েও বড় কথা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত যথেষ্ট লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এই শর্ত হলো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা অলাভজনক ভিত্তিতে হতে হবে। কিন্তু অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যে বেপরোয়াভাবে মুনাফাভোগী হয়ে উঠেছে তা সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ গত জানুয়ারিতে তিন মাসের মধ্যে জবাব আশা করেছিল। কিন্তু তারা উত্তর দেয়নি। আর সে কারণে তাদের কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ ধরনের ঢিলেঢালা মানসিকতার কারণেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান চুটিয়ে ব্যবসা করতে পারছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।